হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

আমার আলো

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা শুক্রবার ১ এপ্রিল ২০১৬ ॥ ১৮ চৈত্র ১৪২২ ॥ ২২ জমাদিউস সানি ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ১০০ মানুষ খুন করেও এক আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে তওবার নিয়তে অগ্রসর হওয়ায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন

(রাওয়াহু বোখারি ও মুসলিম)

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

তাসাউফের প্রথম স্তর হলো তওবা। জীবনের সমস্ত পাপ হতে তওবা করে একজন কামেল মোর্শেদ বা সৎ গুরুর হাতে হাত দিয়ে তাসাউফে প্রবেশ করতে হয়। পাপ করে অনুশোচনা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার নাম হলো তওবা। তওবা দুই প্রকার। জাহেরি তওবা ও বাতেনি তওবা। বাতেনি তওবা হলো, পাপ কাজ না করার অঙ্গীকার। আর জাহেরি তওবা হলো, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ কাজ হতে দূরে রাখা। বাতেনি তওবাটাই আসল তওবা। কারণ, মন থেকে তওবার নিয়ত না করলে তা কোনোদিনও বাস্তবায়ন হবে না। মন আগে মসজিদের দিকে যায়। তারপর মানুষ মসজিদে যায়। মন আগে নামাজের দিকে যায়। তারপর মানুষ নামাজ পড়ে। মন আগে অজু করার দিকে যায়। তারপর মানুষ অজু করে। তাই বাতেনি তওবা না করলে কোনোদিনই জাহেরি তওবা বাস্তবায়ন হবে না। বাতেনি তওবা যার যতবেশি শক্তিশালী, সে ততবেশি কাজে অগ্রশীল। আল্লাহ বলেন– 'তূবূ ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসূহা।' (সুরা তাহরিম, আয়াত–৮) অর্থ : তোমরা খাস তওবা করো। (নাসুহার মতো)

তওবা সম্পর্কে নাসুহার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। নাসুহা একজন পুরুষ লোক ছিল। কিন্তু সে মেয়ে সেজে বাদশাহর মেয়েকে গোসলের কাজে নিয়োজিত ছিল। ২-এর পাতায় দেখুন

সুফিবাদের প্রশংসায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মুফাসসিরে কোরআন মুফতি মাওলানা হাসানুল কাদির আল মোজাদ্দেদি

১৮ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার ভারতের নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'বিশ্ব সুফি ফোরাম' একটি আন্তর্জাতিক সূফী সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ দিন তিনি তাঁর দেওয়া প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সূফীবাদ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা আমাদের পীরে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, ৩-এর পাতায় দেখুন

খাজাবাবা কুতুববাগীর অমূল্য অমিয় বাণী

- রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।
- কলব আল্লাহ ভেদের মহাসমুদ্র এবং এই কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়।
- আরেফ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার দীদার ব্যতীত দুনিয়ার কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না।
- নষ্টদের কোন দল নেই, এরা স্বার্থের জন্য সকল পরিচয়েই পরিচিত হতে চায় ।
- সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লেও আবার ওঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে ধ্বংস হয়।
- সেই যথার্থ মানুষ, যে জীবনের পরিবর্তন দেখেছে এবং পরিবর্তনের সাথে নিজেও পরিবর্তন হয়েছে।
- অন্যকে বারবার ক্ষমা করো কিন্তু নিজেকে কখনোই ক্ষমা করিও না।
- যৌবন যার সৎ, সুন্দর ও কর্মময়, তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।
- সময় বেশি লাগলেও ধৈর্য্য সহকারে কাজ কর তাহলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।
- একজন অলস মানুষ, স্বভাবতই খারাপ মানুষ।
- ভালোবাসার জন্য যার পতন হয়, সে-ই বিধাতার কাছে আকাশের তারার মত উজ্জ্বল।
- সে-ই সত্যিকারের মানুষ, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিজের দোষ-ত্রুটি দিয়ে বিবেচনা করতে পারে।
- আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় থেকে মুক্তি দেয়।
- বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে।
- প্রতিদিন তোমার এমনভাবে কাটানো উচিত যেন আজ জীবনের শেষ দিন।
- একজন মানুষের মহত্ত্ব বোঝা যায়, ছোট ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।
- মানুষ শুধু যে মানুষের কাছ থেকে শিখবে তা নয়, পশু পাখির কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়।
- চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।
- যে নিজেকে দমন করতে পারে না, সে নিজের জন্যেও বিপজ্জনক এবং অন্য সবার জন্যেও।
- রাগকে শাসন না করলে রাগই মানুষকে শাসন করে।
- যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, সে সেই বিষয়ে শিক্ষিত। কাজেই সবাই শিক্ষিত।
- ঝগড়া চরমে পৌঁছার আগেই ক্ষ্যান্ত হও।

কদমবুছি ও হাতবুছির পক্ষে অসংখ্য দলিল

বিরোধীদের দাঁতভাঙা জবাব

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

বর্তমান জামানায় কিছু কিছু আলেম ও উম্মি মানুষ হাতবুছি ও কদমবুছিকে জঘন্য অপরাধ ও খারাপ মনে করেন। এমনকি তারা হারাম, নাজায়েজ, শেরেক ও বেদআত বলে প্রচার করছে। তাই আমি সে দিকে লক্ষ্য করে সেই সমস্ত লোকের ভুল-ভ্রান্তি ও ধারণা শোধরানোর জন্য, নিচে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি হতে হাতবুছি ও কদমবুছি যে জায়েজ ও মুসতাহাব, সে বিষয়ে দলিল পেশ করছি। মানুষ যেন সত্যটাকে জেনে সঠিক রাস্তায় চলতে পারে ও ফয়সালা পেতে পারে।

দলিল নম্বর ০১ : দেখুন ইবনে মাজাহ শরিফ হাদিস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– 'আন সাফওয়ান ইবনে আসাল ইছনাইনে মাজিল য়াহূদা কাব্বালূ আইদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া রিজলাহু।'

অর্থ : হজরত সাফওয়ান ইবনে আসাল হতে বর্ণিত, দু'জন ইহুদি নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ও পা মোবারক চুম্বন করলেন।

দলিল নম্বর ০২ : সহিহ বোখারি শরিফের টীকা আইনি-এর চতুর্থ খণ্ডের ৬০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– 'নেক ও সৎ লোকের হাতবুছি ও কদমবুছি করাকে খুব পছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

দলিল নম্বর ০৩ : এই মর্মে ইমাম বোখারি (রহ.) রচিত 'আদাবুল মুফরাদ' ও তিরমিজি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াজি'র সপ্তম খণ্ডে ৫২৮ পৃষ্ঠা এবং ফাতহুল বারি ১১তম খণ্ডে ৫৭ নম্বর দলিল, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ভিন্ন রেওয়ায়েতে হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) প্রায় একই আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন– 'ফাকাব্বালনা য়াদাহু, কালা কাব্বালা আবু লুবাবাতা ও কাব ইবনু মালিক ও সাহিবাহু য়াদান্নাব্বিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা।'

অর্থ : অতঃপর আমরা নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মোবারক চুম্বন করলাম।

দলিল নম্বর ০৪ : এই মর্মে মোল্লা আলী কারি (রহ.) মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ শরহে মিরকাত-এর ৯ম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠায় এবং শরহে মুসলিম ইমাম নববি (রহ.)-এর অভিমত বর্ণনা করে উল্লেখ করেন, যা ফাতহুল বারী ১১তম খণ্ডে ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দলিল নম্বর ০৫ : আবু দাউদ শরিফ এবং মিশকাত শরিফের ৪০২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

আমাদের মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তার মহামূল্যবান নসিহত বাণী দিয়ে যেভাবে দিনের পর দিন 'আত্মার আলো' নামের এই মাসিক প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তা জাকের জাকেরিনসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদ। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তিনি প্রতিদিন হাজার হাজার জাকের আশেকানদের সাক্ষাৎ দেয়াসহ ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল– মুহূর্ত পার করেও আত্মার আলোর জন্য সময় দিচ্ছেন। কোরআন-হাদিস, ইজমা-কিয়াসের আলোকে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সম্পর্ক জ্ঞান গর্ভ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ তৈরি করছেন। প্রতিটি সংখ্যায় খাজাবাবার একাধিক নিবন্ধ মুদ্রিত হয়। পাশাপাশি জাকের-আশেক ভাইবোনেরাও তাদের নানারকম অনুভূতির কথা লিখছেন তরিকা গ্রহণ বা খাজাবাবার কাছে বাইয়াত গ্রহণের পর তাদের মধ্যে কী ধরণের পরিবর্তন এসেছে, সেসব অনুভূতির কথাও আমরা আত্মার আলোর মাধ্যমেই জানতে পারছি। এ জন্য অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে লাখো শোকরিয়া। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে, দেখতে দেখতে আত্মার আলোর প্রকাশনা তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করলো। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে এর প্রকাশনা শুরু হয়। শুধু ২০১৫ সালে আমরা একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি। ফলে দুমাস মিলিয়ে একটি সংখ্যা বের করা হয়। তৃতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যায় আমরা আমাদের নিয়মিত পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, আশেক জাকের-ভাইবোনরদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি অতীতের মতই আত্মার আলো নিজেরা যেমন পড়বেন, তেমনই এই জ্ঞানের দীপশিখা সমাজে সবার কাছে ছড়িয়ে দিয়ে, সমাজকে আলোকিত করতে সহায়তা করবেন। এ সংখ্যায়ও বোখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিসি দলিল দিয়ে কেবলাজান হুজুর আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে বায়েত হওয়ার তৎপর্য বর্ণনা করেছেন। ১০০ খুন করেও যে শুধু বাইয়াতের নিয়তে কামেল মুর্শিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করেছেন, তা জেনে নিশ্চয়ই সুফিবাদের তৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকে বুঝতে পারবেন। খাজাবাবা কুতুববাগীর অমিয় বাণীগুচ্ছ পড়েও শুদ্ধ জীবনের পথ পাবেন অনেকে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী হয়েও যে, সুফিবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন, সাধকের মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তা জেনে অনেকেই মুগ্ধ হবেন। আত্মার আলোর মাধ্যমে পরিশেষে সবাইকে এই আহ্বান জানাই আগামী ৮ই এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার কুতুববাগ দরবারের খানকাহ শরীফে বিশ্ব জাকের ইজতেমা। এই ইজতেমায় সবাই যোগদান করে দো'জাহানের অশেষ নেকি হাসেল করবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

কদমবুছি ও হাতবুছির পক্ষে অসংখ্য দলিল

প্রথম পাতার পর

আমি রাসুলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওঠা-বসা, চলাফেরা, দিক-নির্দেশনা হুবহু হজরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান দেখেছি।

দলিল নম্বর ০৬ : আবু দাউদ শরিফে আরো বর্ণিত আছে যে– 'কানাত ইযা দাখালাত আলাইহি কামা ইলাইহা, ফাআখাযা য়াদাহা ফাকাব্বালাহা ওয়া আজলাসাহা ফী মাজলিসিহি ওয়া কানা ইযা দাখালা আলাইহা কামাত লাহু ফাআখাযাত য়াদাহু ফাকাব্বালাহু ওয়া আজলাসাহু ফী মাজলিসিহা।'

অর্থ : হজরত ফাতেমা (রাঃ) যখন রাসুলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করতেন, তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন (এটাকে তাজিমে হুব্বি বলা হয়) এবং নিজের আসনে বসাতেন। আবার নবীজি যখন ফাতেমার ঘরে যেতেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) নবীজিকে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে নিজ স্থানে বসাতেন ও চুমু খেতেন।'

দলিল নম্বর ০৭ : হাদিসে আছে, 'মান কাব্বালা রিজলা উম্মিহী ফাকাআন্নামা কাব্বালা উতবাতাল জান্নাতি।'

অর্থ : যে ব্যক্তি তার মায়ের পায়ে চুমু দিল, সে যেন বেহেশতের চৌকাঠে চুম্বন করলো।

দলিল নম্বর ০৮ : আরো হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে– 'ইন্নাল জান্নাতা তাহতা আকদামিল উম্মুহাতিকুম'

অর্থ : নিশ্চয়ই মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

দলিল নম্বর ০৯ : হজরত ওয়াজে ইবনে জার, তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– 'লাম্মা কাদিমনাল মাদীনাতা ফাজা'আলনা তাতাবাদারা মির রাওয়াহিলিনা, ফানুকাব্বিলা য়াদা রাসুলিল্লাহি ওয়া রিজলাহু।'

অর্থ : আমরা যখন মদীনা শরিফে আগমন করলাম, তখন নিজ বাহন বা সওয়ার হতে তাড়াতাড়ি করে অবতরণ করলাম এবং রাসুলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ও পা মোবারক চুম্বন করলাম।

দলিল নম্বর ১০ : নির্ভরযোগ্য কিতাব 'ফাতহুল বারী' ১১তম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট সাহাবি হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত– 'ইন্না উমারা (রাঃ) কামা আলান্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাকাব্বালা য়াদাহু।'

> 'আদাবুল মুফরাদ' ও তিরমিজি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াজি'র সপ্তম খণ্ডে ৫২৮ পৃষ্ঠা এবং ফাতহুল বারি ১১তম খণ্ডে ৫৭ নম্বর দলিল, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ভিন্ন রেওয়ায়েতে হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) প্রায় একই আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন– 'ফাকাব্বালনা য়াদাহু, কালা কাব্বালা আবু লুবাবাতা ও কাব ইবনু মালিক ও সাহিবাহু য়াদান্নাব্বিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা।'
> অর্থ : অতঃপর আমরা নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মোবারক চুম্বন করলাম

অর্থ : হজরত উমর ফারুক (রাঃ) হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়াতেন এবং তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করতেন।

দলিল নম্বর ১১ : ইমদাদুল ফাতাওয়া' ৫ম খণ্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, 'সহিহ জাওয়াজ তাকবিলে কদম ফী নাফসিহী হায়।'

অর্থ : বিশুদ্ধ মত হলো, কদমবুছি বৈধ।

দলিল নম্বর ১২ : ফতোয়ায়ে রশিদীয়া, আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রচিত ৪৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– 'তাজীম দানদার কো খাড়া হোনা দুরুস্ত হে, আওর পাও চুমনা ইসি শখস কা দুরুস্ত হে, হাদিস সে ছাবেত হে।'

অর্থ : বুজুর্গ আলেম পীর কামেল মোর্শেদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো ও কদমবুছি করা বৈধ, তা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত।'

দলিল নম্বর ১৩ : মাওলানা আশরাফ আলী থানুভি সাহেব রচিত কিতাব 'তাকাশুফ' এর ৪২৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, বুজুর্গানে দীনের হাত ও পা চুম্বন করা জায়েজ।

দলিল নম্বর ১৪ : বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল মাকারি (রহ.) বলেন, হজরত মুফিদুল আনসারি (রাঃ) হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম চুম্বন করেছিলেন। ফিকহুস সুনান আল আসর ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দলিল নম্বর ১৫ : মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার মুফতি আমীমুল এহসান সাহেব কর্তৃক লিখিত 'আল আদাবুল মুফরেদ' কিতাবের ৩৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হজরত শোয়ায়েব (রাঃ) বলেন যে, হজরত আলী (রাঃ) হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হাতবুছি ও কদমবুছি করেছিলেন।

দলিল নম্বর ১৬ : লাতায়েফুল মালাম' প্রথম খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠায় আল্লামা সায়ের আলী বলেন, আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নেয়ামত আছে, যা আল্লাহতায়ালা আমাকে দান করেছেন। তা হলো এই যে, আমি প্রত্যেক আলেম দরবেশকে তাজিম করি এবং নম্রতার সাথে তাঁদের হাত ও পা চুম্বন করি।

উপরোল্লেখিত দলিলগুলি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যথেষ্ট মনে করি, যারা হাতবুছি ও কদমবুছিকে নাজায়েজ হারাম ও শেরেক এবং বেদআত বলে মনে করে, ঐ সমস্ত লোক আল্লাহতায়ালার রহমত থেকে দূরে আছে। তাদের জন্য দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হলো, যা খণ্ডন করার মতো শক্তি আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে কোনো আলেম রাখেন না।

বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ১০০ মানুষ খুন করেও এক আধ্যাত্মিক

প্রথম পাতার পর

বাদশাহর মেয়েকে নিজ হাতে গোসল করাইতো। বাদশাহ, রাজকন্যা এমনকি রাজদরবারে কেউই জানতো না যে, নাসুহা একজন পুরুষ লোক। সবাই তাকে মেয়ে লোক হিসেবে জানতো। একদিন বাদশাহর মেয়ের গলার অলংকার হারিয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত দাস-দাসীদেরকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। আর মাত্র একটি লোক বাকি আছে। তাকে তল্লাশি করার পর নাসুহাকে তল্লাশি করা হবে। নাসুহা এখন গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। হায় রে, আমাকে যদি তল্লাশি করা হয়, তাহলে আমি যে পুরুষ, তা প্রমাণ হয়ে যাবে বা প্রকাশ হয়ে যাবে। রাজকন্যাকে একজন পুরুষ গোসল করিয়েছে, এ অপরাধে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। এ কথা ভেবে নাসুহা হত্যার ভয়ে জীবনের ভয়ে মহান আল্লাহর কাছে মনে মনে খালেস তওবা করতে লাগলো। মাবুদ আমি একজন পুরুষ হয়ে বাদশাহর মেয়েকে গোসল করার দায়িত্ব নিয়ে যে পাপ করেছি, জীবনে আমি আর কোনোদিনও এ পাপ কাজ করবো না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নাসুহার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। তাকে তল্লাশি করবে এমন সময় একটি পাখি গলার অলংকারটি এনে রাজকন্যার সামনে ফেলে দিল। নাসুহাকে আর তল্লাশি করা হলো না। সেই দিন হতে নাসুহা জঙ্গলে যেয়ে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হলো এবং আল্লাহর অলিতে পরিণত হয়ে গেল। (সূত্র : ভেদে মারেফত বা ইয়াদে খোদা)

তওবা দুই প্রকার। তওবায়ে আম। তওবায়ে খাস। অর্থাৎ সাধারণ তওবা এবং বিশেষ তওবা।

তওবায়ে আম : পাপ হতে পুণ্যের দিক, কু-কাজ হতে সৎ কাজের দিকে, জাহান্নাম হতে বেহেশতের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং শারীরিক শান্তি ও আরামের প্রতি খেয়াল না করে আল্লাহর জিকির-আজকার এবং ইবাদত-বন্দেগিতে কঠোর পরিশ্রম করাকে তওবায়ে আম বলে।

তওবায়ে খাস : পুণ্যবান ব্যক্তির তওবা হাসিল বা কবুল হওয়ার পর আরেফবিল্লাহর দরজার দিকে এবং দৈহিক সুখ-শান্তি হতে রুহানিয়াতের দিকে অগ্রসর হওয়াকে তওবায়ে খাস বলা হয়। তওবায়ে খাস একজন কামেল মোর্শেদ বা অলির নিকট করতে হয়। তওবায়ে খাস সমর্থ্য হলে কামেল মোর্শেদ কিছু আধ্যাত্মিক সাধনা দেয়। যার কারণে সাধক অতি দ্রুত গতিতে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অতিক্রম করে।

তওবার তিনটি স্তর আছে।

প্রথমত : যে ব্যক্তি অপরাধ এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, সে হলো তায়েব। এটা তওবার প্রাথমিক স্তর এবং সাধারণ লোকের তওবা।

দ্বিতীয়ত : যে ব্যক্তি ছগিরা গোনাহ এবং অন্যায় চিন্তা ও কল্পনা হতে বিরত থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন, তিনি হলেন আনীব।

তৃতীয়ত : যে ব্যক্তি স্বীয় সত্তা ও অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে আল্লাহতে বিলীন হয়ে যান, তিনি হলেন আওওয়াব।

হজরত যুন্নুন মিশরি (রহ.) বলেন–

'তাওবাতুল আওয়ামি মিনায যুনূবি ওয়া তাওবাতুল খাওয়াসসি মিনাল গাফলাতি।'

অর্থ : সাধারণ লোকের তওবা পাপ করা হতে বিরত থাকা এবং বিশিষ্ট লোকের তওবা অলসতা হতে দূরে থাকা।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তওবা কবুল করেন। এ সম্পর্কে সহিহ বোখারি ও মুসলিম শরীফে হজরত আবু সায়ীদ খুদরি (রঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন–

'আন আলামা আহলিল আরদি ফাদাল্লা আলা রাহিবিন ফাআতাহু ফাকালা ইন্নাহু কাতালা তিসআতাও ওয়া তিসঈনা নাফসান ফাহাল লাহু মিন তাওবাতিন? ফাকালা লা। ফাকাতালাহু ফাকামালাবিহ মিয়াতুন ছুম্মা সাআলা আন আলামা আহলিল আরদি ফাদাল্লা আলা রাজুলিন আলিমিন ফাকালা ইন্নাহু কাতালা মিআতা নাফসিন। ফাহাল লাহু মিন তাওবাতিন? ফাকালা নাআম ওয়া মান ইয়াহুলু বায়নাহু ওয়া বাইনা তাওবাতি? ইনতালিক ইলা আরদি। কাযা ওয়া কাযা ফাইন্না বিহা উনাসান য়াবুদুনাল্লাহা তায়ালা

> নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, সে হলো তায়েব। এটা তওবার প্রাথমিক স্তর এবং সাধারণ লোকের তওবা।
> দ্বিতীয়ত : যে ব্যক্তি ছগিরা গোনাহ এবং অন্যায় চিন্তা ও কল্পনা হতে বিরত থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন, তিনি হলেন আনীব।
> তৃতীয়ত : যে ব্যক্তি স্বীয় সত্তা ও অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে আল্লাহতে বিলীন হয়ে যান, তিনি হলেন আওওয়াব

ফা'বুদিল্লাহা মা'আহুম। ওয়ালা তারজি ইলা আরদিকা ফাইন্না আরদু সাওইন ফানতালাকা হাত্তা ইযা নাসাফাত তারিকু আতাহুল মাউতু। ফায়াখতাসামাত ফিহী মালাইকাতুর রাহমাতি ওয়া মালাইকাতুল আযাবি। ফাকালাত মালাইকাতুর রাহমাতি, জাআ তাইবান মুকবিলান বিকালবিহি ইলাল্লাহি তায়ালা। ওয়া কালাত মালাইকাতুল আযাবি, ইন্নাহু লাম য়ামাল খাইরান কাত্তু, ফাআতাহু মালাকুন ফি ছুরাতি দামিয়্যিন ফাজাআলাহু বাইনাহু আয় হাকামান ফাকালা কিসু মা বাইনাল আরদাইনি ফাইলা আয়্যাতিহিমা কানা আদনা ফাহুয়া লাহু, ফাকাসু ফাওয়াজাদুহু আদনিয়াল আরদিল লাতি আরাদা ফাকাবাদাতহু মালাইকাতুর রাহমাতি। –মুত্তাফাকুন আলাইহি।'

বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। পরে সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোনো একজন আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বের হলো। পথিমধ্যে সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম কে? লোকেরা তাকে বললো, অমুক রাহেব। যিনি খৃষ্ট ধর্মযাজক বা ফাদার এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। সে মতে রাহেবের নিকট গমন করে সে আরজ করলো, আমি ৯৯টি খুন করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি? রাহেব জবাব দিলেন, তোমার তওবা কবুল হবে না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাগান্বিত হয়ে সে রাহেবকেও হত্যা করে ফেললো। এবার তার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হলো। কিছু দিন পরে লোকটির মনে আবার অনুশোচনা জাগলো। এবার সে একজন মারেফতধারী আলেমের নিকট গেল এবং তার জীবনের সমস্ত পাপের কথা খুলে বললো। আলেম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি যদি আল্লাহর দরবারে তওবা করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। লোকটি খুশি হয়ে বললো, ঠিক আছে। আমি তওবা করবো। আমাকে কী করতে হবে আপনি বলে দিন।

আলেম বললেন, তুমি পাশের গ্রামে চলে যাও। সেখানে একজন দরবেশ থাকেন। তুমি তার নিকট গিয়ে তওবা করো। লোকটি সেই দরবেশের বাড়ির দিকে রওনা দিল। কিন্তু পথিমধ্যে হজরত আজরাইল (আঃ) তার রুহ কবজ করে নিয়ে গেলেন। এখন তার রুহ বেহেশতে যাবে না দোজখে যাবে, এই নিয়ে দুই দল ফেরেশতা বিবাদ করতে লাগলো। আজরাইল ফেরেশতা বলতে লাগলো, এই ব্যক্তি সারাজীবন পাপ করেছে এবং এক শত মানুষ খুন করেছে, তাই একে দোজখে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বেহেশতের ফেরেশতারা বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি তওবা করার জন্য দরবেশের নিকট যাচ্ছিল। তাই সে বেহেশতি। এভাবে ফেরেশতারা ঝগড়া করতে লাগলো। এক ফেরেশতা এসে বললো, তোমরা রাস্তা মাপো। এ ব্যক্তি যেখানে ইন্তেকাল করেছে, সেখান হতে নিজের বাড়ি দূরে, না দরবেশের বাড়ি দূরে। যদি দরবেশের বাড়ি দূরে হয়, তাহলে সে জাহান্নামি। আর যদি দরবেশের বাড়ি নিকটে হয়, তাহলে সে জান্নাতি। প্রকৃতপক্ষে লোকটি যে স্থানে ইন্তেকাল করেছে, সেখান হতে দরবেশের বাড়ি অনেক দূরে। মহান আল্লাহ অনেক দয়ালু। একদল ফেরেশতাকে হুকুম করলেন, তোমরা লোকটির বাড়ির দিকের রাস্তা লম্বা করে দাও। ফেরেশতারা তাই করলো। এখন রাস্তা মেপে দেখা গেল, লোকটি যেখানে ইন্তেকাল করেছে, সেখান হতে দরবেশের বাড়ি নিকটে বা কাছে। শেষে ফয়সালা হলো, এই লোকটি আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর হয়েছে। তাই তাকে জান্নাতে নেওয়া হোক। (সূত্র : ইসলাহে নফস ও ভেদে মারেফত বা ইয়াদে খোদা)

হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করে দেখুন, কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও ফেকাহ শাস্ত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেল, বোখারি ও মুসলিম শরীফে আবু সায়ীদ খুদরি (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন– বনি ইসরাইলের একজন পাপী ও একশত মানুষের খুনি সে খালেস তওবার নিয়ত করে কামেল মোর্শেদ বা গুরু দরবেশের উদ্দেশে অগ্রসর হয়ে রওনা দেওয়ার পথে ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহতায়ালা তাকে তওবার নিয়তে অগ্রসর হওয়ার কারণে ক্ষমা করে দিলেন। (রাওয়াহু বোখারি ও মুসলিম)। এখন আপনারা ভেবে দেখুন যে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কামেল মোর্শেদ বা গুরুর কাছে যেয়ে খালেস তওবা করার দরকার আছে কি না।

নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় যারা বাইয়াত বা মুরিদ হইতেছেন

শেষ পাতার পর

আমি একবার বেশি দিয়েছি। যেহেতু পড়ার মধ্যে অনেক সময় ভুল হয়, মাখরাজ উচ্চারণ ঠিকমতো হয় না, যার কারণে সংশোধনের জন্য কাফফারাস্বরূপ একবার বেশি দিয়ে দশবার পুরো করেছি। কারণ দশবার সূরা ইখলাস পড়লে তিনটি কোরআন খতম যেন ঠিক থাকে।

সূরা ইখলাসের ফজিলত : ওয়া আন আবী হোরায়রাতা (রাঃ) আন্না রাসুলাল্লাহি (সঃ) কালা ফী কুলহু আল্লাহু আহাদ ইন্নাহা তাদিল ছুলুছাল কোরআনি। (মুসলিম শরিফ)

অর্থ : হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'মহানবী (সঃ) সূরা ইখলাস সম্পর্কে এরশাদ করেছেন– সূরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম শরিফ) এরপর এগার বার দুরুদ শরিফ পড়তে দিই।

দরূদ শরিফ ছাড়া দোয়া কবুল হয় না, আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে। হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ শরিফ পড়ে, আল্লাহতায়ালা তার ওপর দশটি রহমত নাজিল করেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেন, এবং দশটি উঁচু দরজা দান করেন।

হাদিস শরিফে আরো উল্লেখ আছে, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার অতি নিকটে স্থান পাবে, যে আমার ওপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরিফ পড়ে থাকে।

হাদিস শরিফে আরো আছে, আল্লাহতায়ালার জমিনে কতক ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছে, যারা আমার উম্মতের দরূদ-সালাম আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

উপরোক্ত সাতবার ইসতেগফার, তিনবার সূরা ফাতেহা, দশবার সূরা ইখলাস, এগারবার উসিলাতের দরূদ শরিফ এগুলোর একসাথে নাম দিয়েছি 'পাক-কালাম ফাতেহা শরিফ'। পাক-কালাম ফাতেহা শরিফ পাঠ করার মাধ্যমে চার জিলদ কোরআন খতমের সওয়াব, প্রথমেই দয়াল নবীজির রওজা মোবারকে হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিই। এরপর সওয়াব নজর আহলে বাইত পাক-পাঞ্জাতনের রুহের ওপর সওয়াব পাঠাই। এরপর কাদরিয়া-চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া চারও তরিকার ইমামগণ ও অলি-আবদাল, গাউস-কুতুব, নুজাবা-নুকাবা, আখাইয়ার, সবার পাক-আত্মায় সওয়াব রেসানি করি। তারপর নিজেদের পিতা-মাতা, যারা কবর বাড়িতে শুয়ে আছেন, তাদের আত্মার ওপরে পাক-কালাম ফাতেহা শরিফের চার জিলদ কোরআন খতমের সওয়াব বখশিশ করা হয়। সকালে চার খতম, সন্ধ্যায় চার খতম মোট আট খতমের সওয়াব তরিকার জাকের ভাই, জাকের বোন, পীর ভাই, পীর বোন যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, তাদের আত্মার ওপরে সওয়াব রেসানি করি। এখানে বিশেষ একটি কথা হলো, আমাদের মা-বাবা যাদের ইন্তেকাল হয়েছে, তাদের আত্মার বা রুহের ওপরে সকাল-সন্ধ্যায় ফাতেহা শরিফের ৪+৪ = মোট ৮ জিলদ কোরআন খতমের সওয়াব বখশিশ হিসেবে পাঠানোর কারণে, আল্লাহতায়ালা দয়া করে তাদের যাবতীয় গুনাহ এবং কবর আজাব মাফ করে দিতে পারেন।

বাইয়াতের উপকারিতার ব্যাপারে কোরআনুল কারিমে সূরা ফাতাহর ১৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন– 'লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মু'মিনীনা ইয য়ুবা'ইয়ূনাকা তাহতাশ শাজারাতি ফা'আলিমা মা ফি কুলুবিহিম ফাআনযালাস সাকীনাতা 'আলাইহিম ওয়া আছাবাহুম ফাতহান কারীবা।'

অর্থ : বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে দয়াল নবীজির নিকট শপথ গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের দান করলেন আসন্ন বিজয়।

তাই, এ আয়াত অনুযায়ী বোঝা গেল, তরিকায়ে নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়ায় বাইয়াত বা মুরিদ হওয়ার কারণে, তারা নিজেরাও উপকার পাইতেছে এবং তাদের মাতা-পিতা চার চার আট জিলদ কোরআন খতমের সওয়াবের ভাগিদার হইতেছে। যে সমস্ত লোক, নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় শামিল হতে পারতেছেন না, তারা নিজেরাও ঠকিতেছে এবং তাদের পিতা-মাতাকেও এই মহান নেয়ামত থেকে ঠকাইতেছে। অতএব সময় অপচয় না করে অবিলম্বে সকলেরই উচিত দয়াল নবীর সত্য তরিকায় শামিল হয়ে নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ করে, নিজের ফায়দা লাভ করুন এবং মাতা-পিতাকে উপকৃত করুন।

কামেল পীরের দীক্ষা ছাড়া জ্ঞান

শেষ পাতার পর

এবং হাকিকতের আমলের মাধ্যমে এলমে মারেফতের সাক্ষাৎ বা স্বাদ পাওয়া যায়।' দেশের অনেক হাফেজ-ক্বারী, মুফতি, মাওলানা সাহেবদের ওয়াজ-বয়ানসহ বড় বড় রাজনীতিকদের ভাষণ-বক্তৃতাও শুনেছি। এছাড়া গত বিশ বছরে দেশের অনেক নামদামী কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-ছাত্র ভাই-বন্ধুদের সঙ্গেও আল্লাহর রহমতে কম বেশি আলাপ পরিচয়সহ চেনা-জানার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু কুতুববাগী কেবলাজান ছাড়া অন্য কারো কাছেই এমন অমিয় বাণী আর শুনি নাই। এত নির্মল কোমল স্নেহ-ভালোবাসা আর কোথাও পাইনি। প্রতিনিয়ত আশেক-জাকের ও ভক্ত-মুরিদদের মেহমানদরী করা কেবলাজানের অন্যতম এক বিশেষ গুণ, অন্তত এক লোকমা তাবারক না খেয়ে খালিমুখে তাঁর দরবার থেকে কখনো কাউকে যেতে দেখিনি। বার মাসের প্রতিদিনই চব্বিশ ঘণ্টা দরবারের লঙ্গরখানা চালু, কে দেয়, কোত্থেকে আসে এত খাবার? বোঝা মুশকিল। এসবই আল্লাহর অলৌকিক কেরামতি, এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে জোর আদেশ করেছেন যে 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখিল হও।' এ আয়াতে ঈমানদার অর্থাৎ বিশ্বাসী, যারা পবিত্র কোরআন ও আল্লাহর প্রিয়হাবীব (সঃ)-কে বিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশ্যেই আহ্বান করেছেন। অবিশ্বাসীদের জন্যও উন্মুক্ত যদি তারা বিশ্বাস করে। একবার কালিমা পাঠ করলেই মুসলমান হওয়া যায়, আবার নতুন করে বিশ্বাস কেন করা লাগবে? আমরা জন্মসূত্রে সবাই মানুষ, বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বা গোত্রে জন্মেছি! এতে আমাদের কোন হাত নাই। আল্লাহর কাজ সুনির্দিষ্ট এবং সার্বজনিন, তাই তো উল্লেখিত আয়াতের যে শান্তির পথে মরমী আহ্বান, তা সকল মানুষের জন্য সমান, কেউ তা মানি আর না মানি। কালিমা পড়ে মুসলমান হলেই কেবল ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হওয়া বোঝায় না। দাখিল হতে হলে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সমন্বিত আমল-চর্চা, শারীরিক, মানসিকসহ সার্বিকভাবে মহাসাধক এক আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী হওয়া লাগবে। যে কামেলের ভিতরে এসব গুণ ও জ্ঞান মাধুর্য দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, যাঁর বাণী, আদর্শ ও ব্যবহারে মানুষ শুধু উপকৃত হবেন না, শান্তি ও মুক্তির পথ পাবেন। তিনি হলেন হক্কানী পীর বা মুর্শিদ। আমার পরম পাওয়া মুর্শিদ কেবলাজান খাজাবাবা কুতুববাগীর মধ্যে এসকল বৈশিষ্ট মহান আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন। কেননা দো'জাহানের মালিক আগেই জানতেন যে, সৃষ্টিজগতের জন্য কোরআনে সঠিক নির্দেশনা থাকার পরেও তাঁর প্রিয় আদমজাতি ভুল পথে, ভুল মতে চলবে, বিভেদ সৃষ্টি করবে। নবী-রাসুলদের পরে কামেল অলি-আউলিয়ারা দেখাবেন, 'ইহ্ দিনাস ছিরওয়াত্বাল্লাজ্বীনা'র মতো সহজ-সরল ক্ষমাশীল পথ। পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এতে আল্লাহর বাণীমোবারক আছে, ভাষা আছে, শুধু মুখ নাই, তবে তাঁর মুখপাত্র আছেন, যাঁদের সিনা মোবারকে গচ্ছিত সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভেদের মহা নূর নিয়ামত আর বাতেনি জ্ঞান। সেই নূর মোবারকের তাজাল্লিতে নূরান্বিত হয় মহাসাধকের সর্বাঙ্গ। যিনি নিজেই পবিত্র কোরআনকে ধারণ করে থাকেন, দেখলেই মনে হয় যেন এক নূরের পুতুল! অগণিত আশেক জাকের ভাই-বোনদের আত্মার বাবা, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সত্য জীবন-পথের সন্ধানদাতা। তাঁকে এক নজর দেখলে যেন মুহূর্তে একরকম স্বর্গীয় শান্তিতে মন ভরে ওঠে। যতবার দেখি ততবারই। মুর্শিদ কেবলাজানের নূরাণী হাতে বাইয়াত না নিলে হয় তো কখনো জানতে পারতাম না ইসলাম ধর্মেও শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত আর মারেফত কী বস্তু? আমি অতি নগণ্য সেই থেকে দরবার শরীফে সরল মনে কেবলাজানের মহব্বতে আসা-যাওয়া করতে থাকি। ধীরে ধীরে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করছি ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত অপরিহার্য এ বিষয় সম্পর্কে, যা প্রত্যেক মানুষেরই সাধ্যমত জানা ও নামা দরকার। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, এক মাবুদ আল্লাহর সৃষ্টি হলেও আমাদের জানা-শোনা, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে মতের মিল দেখা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমিল দেখা যায়। যেমন একই বিষয় নিয়ে আপনি যা ভাবছেন, আমি তা ভাবছি না, আবার আমি যা ভাবছি, আপনি তা ভাবছেন না। তবে এ কথা ঠিক যে, মানবজীবন কোন তর্ক নয়, জীবনকে সঠিক যুক্তি দিয়েই বুঝতে হয়। যেখানে তর্ক ব্যর্থ, সেখানে যুক্তিই সফল। কেউ যদি মনে করি, উচ্চতর লেখাপড়া করেছি, ব্যবসা-বাণিজ্য করি, বড় পদে বিশাল দায়িত্ব পালন করছি, আয়-রোজগারও কম নয়। বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স সবকিছু মিলে সুখেই তো আছি। তাহলে পীরের কাছে কেন যাবো? কী হবে তাঁর কাছে গিয়ে? তিনি কী শিখাবেন?' তাকে বলি, আসলেই কামেল পীর শুধু জাত-পাত দুটিই গড়ে দিতে পারেন। তবু অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এমন রগচটা দাম্ভিক কথাবার্তা বলে ফেলি। এই দাম্ভিকতার তাপে আশেপাশের সাধারণ মানুষের অন্তর-আত্মাও পুড়ে যায়, কারো আত্মায় হাল্কা তাপ লাগতেই সরে আসে। তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ-রাসুলের প্রেম-মহব্বত থাকে না, জামানার অলি-আউলিয়াদের প্রতিও ভক্তি-শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আদব-ভক্তি নিয়ে কামেল পীরের দরবারে আসলে, হারানো প্রেম-বিশ্বাস আবার ফিরে পায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি তোমার প্রিয়অলি-বন্ধুর দেখানো সত্য-শান্তির পথে রেখো, যে পথ একান্ত তোমারই দিকে বহমান...

শান্তির পথে মরমী আহ্বান, তা সকল মানুষের জন্য সমান, কেউ তা মানি আর না মানি। কালিমা পড়ে মুসলমান হলেই কেবল ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হওয়া বোঝায় না। দাখিল হতে হলে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত সমন্বিত আমল-চর্চা, শারীরিক, মানসিকসহ সার্বিকভাবে মহাসাধক এক আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী হওয়া লাগবে। যে কামেলের ভিতরে এসব গুণ ও জ্ঞান মাধুর্য দিবালোকের মতো স্বচ্ছ

লেখক : সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

সুফিবাদের প্রশংসায় ভারতের

প্রথম পাতার পর

একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী বাবাজানেরই অমিয় বাণীর অনুকরণ। বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কণ্ঠেই কণ্ঠ মিলিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবাহক হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করে বলেন– 'আমরা যখন আল্লাহর ৯৯টি নামের কথা ভাবি, তখন আমরা দেখবো, এর মধ্যে কোনোটির সাথেই সহিংসতার সম্পৃক্ততা নেই। আল্লাহর প্রথম দুটি নামের অর্থই হলো দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ হলেন রহমান ও রহিম। যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস ছড়ায় তারা ধর্মবিরোধী।'

সূফীবাদকে বৈচিত্র ও বহুত্ববাদী সমাজের মেলবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করে মোদি বলেন, এটাই ভারতের স্বতন্ত্র ইসলামি ঐতিহ্য গঠনে সহায়তা করেছে। তাঁর মতে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অর্থ কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। মোদি বলেন, সূফীবাদই ভারতে ইসলামের মুখ হয়ে উঠেছিল। এমনকি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অত্যন্ত গভীরেও আছে এ সূফীবাদ। সূফীবাদই ভারতের বহুত্ববাদ এবং সরলতাকে উন্মোচিত করেছে। সূফীবাদের মর্মই হলো, নিজের দেশকে ভালোবাসা এবং জাতির জন্য গর্ববোধ করা। যার জন্যই ভারতের মুসলিমকে আলাদাভাবে চেনা যায়।

প্রখ্যাত সূফী কবি আমির খসরুর উদ্ধৃতি টেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে যে দর্শনের অবদান সবচেয়ে মহান, তা হলো সূফীবাদ। সন্ত্রাসবাদের হিংস্র শক্তির বদলে সীমান্ত অতিক্রম করে সূফীবাদের আধ্যাত্মিক ভালোবাসা, চেতনা বিরাজ করলে এই অঞ্চল পৃথিবীর স্বর্গে পরিণত হতো।' (সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ মার্চ ২০১৬)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সূফীবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। আসলে সত্যকে কেউ কোনোদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। সত্য একদিন না একদিন তার স্বমহিমায় প্রকাশ হবেই। 'সূফীবাদই শান্তির পথ'– এই বাণী কুতুববাগী কেবলাজান আজ থেকে ৩৮ বছর আগে থেকেই নিরলসভাবে প্রচার করে আসছেন। আমরা যখন ছোট, অনেকের যখন জন্মই হয়নি, ঠিক তারও আগে থেকে কুতুববাগী বাবাজান সূফীবাদের কথা প্রচার করে আসছেন। এই সেই সূফীবাদ যার যাত্রা শুরু হয়েছিল রাসুলে কারিম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, আসহাবে সুফ্ফার মাধ্যমে। সূফীবাদ মূলত কোরআন ও হাদিসের নির্যাস। একজন সূফী মানেই তিনি প্রকৃত মুমিন মুসলমান। একজন সূফী মানেই তিনি আল্লাহর খাস বান্দা তথা অলি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৮ মার্চ সূফীবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে বিশ্ববাসীর সামনে বক্তব্য দিলেন। মোদির এ সত্য ও সাহসী উচ্চারণ তাঁকে আরো মহান করে তুলবে, এতে সন্দেহ নেই। তাঁর এ ভাষণে আমাদের পীর কেবলাজান খাজাবাবা কুতুববাগী অত্যন্ত খুশি হয়ে আনন্দচিত্তে আমাকে বললেন, মাওলানা কাদির সাহেব, মোদি সাহেব যে ভাষণ দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। তাঁকে আমি দোয়া ও আশীর্বাদ করি। বাবা! নিশ্চয়ই তিনি কোনো খাঁটি মানুষ বা গুরুর সঙ্গ বা সুহবতে আছেন। নইলে সাধারণ কোনো নেতা বা রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠে এ ধরনের বক্তব্য আসবে না। আমি বাবা এতদিন ধরে সূফীবাদের বাণী প্রচার করে আসছি। মানুষ নানা কথা বলছে। এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথায় আশা করি মানুষের মনে সূফীবাদের পক্ষে দাগ কাটবে। আমরা আশা করবো, নরেন্দ্র মোদি তাঁর বক্তব্যের অনুসরণে বিশ্বে সূফীবাদের প্রচার ও প্রসার কল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর কেবলাজানের মহব্বতের মুরিদ সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পীর কেবলাজানের সুহবতে এসে, মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা শেষে কর্মী ভাইদের বিদায় অনুষ্ঠানে এক উপস্থিত বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে কুতুববাগী বাবার মতো মহা সূফীসাধককে অনুসরণ দরকার।' সূফীবাদের মহান প্রচারক, বাবাজান কেবলার প্রশংসা করতে গিয়ে সাবেক এই রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বাবা হুজুরের কাছে বারবার আসি। বাবা সুন্দর মনের মানুষ। আমি বহু দেশ-বিদেশে গিয়েছি। কুতুববাগী বাবার মতো এতো সুন্দর মনের মানুষ পৃথিবীতে আর দেখি নাই। অনেক পীরের কাছে গিয়েছি, এতো সুন্দর কথা আমি আর কারো কাছে শুনি নাই। আমি বলবো, বাংলাদেশে এত শিক্ষিত-জ্ঞানী পীর-অলি আর নাই। তাঁর প্রতিটি ভক্তিমিশ্রিত কথা হৃদয়ে-অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করে, মানুষকে আল্লাহ ও রাসুলপ্রেমে পাগল করে দেয়। মানুষ সবকিছু ভুলে যায়, দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়।'

তিনি বলেন, 'বাবা হুজুর সূফীবাদের কথা প্রচার করেন। আপনারা এই সূফীবাদের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন। আপনারা সবাই দেখছেন, বর্তমান সমাজের অবস্থাটা কী? আমরা কি আল্লাহর পথে চলেছি? আমরা কি আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরেছি? এ সমাজকে যদি সঠিক পথে, সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এই একটিমাত্র মানুষের প্রয়োজন। কুতুববাগী বাবার মতো আধ্যাত্মিক মহাসাধকের প্রয়োজন।'

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সূফীবাদের প্রশংসা করলেন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সূফীবাদের গুণগান গাইলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে অনুসরণের কথা বললেন। এরপরও কি আমরা সূফীবাদের মহান প্রচারক খাজাবাবা কুতুববাগীকে চিনবো না? তাঁর ডাকে সাড়া দেব না? আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্য গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আমিন।

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় যারা বাইয়াত বা মুরিদ হইতেছেন তারা এবং তাদের বাবা-মা কী কী উপকার পাইতেছেন

যারা এই তরিকায় বাইয়াত হইতেছেন না, তারা নিজেরাও ঠকিতেছেন এবং তাদের বাবা-মাকেও ঠকাইতেছেন

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ফাতেহা শরিফের গুরুত্ব ও উপকারিতা : আমার শিক্ষা হলো, ফজর নামাজ বাদ পাক-কালাম ফাতেহা শরিফ আদায় করা। পাক-কালাম ফাতেহা শরিফের প্রথমেই আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহসহ সাতবার ইসতেগফার পড়তে হয়। যেহেতু ইসতেগফার পড়ার ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা কোরআনুল কারিমে সূরা নূর-এর ৩১ নম্বর আয়াতে বলেন– 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মহান আল্লাহর নিকট তওবা করো। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।'

সূরা হুদ ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা আরো বলেন– তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট গুনাহ মাফ চাও। অতঃপর তার নিকট তওবা করো।'

সূরা তাহরিম-এর ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খালেসভাবে তওবা করো।'

তওবার ব্যাপারে হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে– 'আন আবী হোরায়রাতা (রাঃ) কালা সামি'তু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা য়াকুলু ওয়াল্লাহি ইন্নী আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু আলাইহি ফী লা য়াওমি আসারা মিন সাব'ঈনা মাররাতান।' রাওয়াহুল বোখারি।

অর্থ : হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি তওবা করি। সহিহ বোখারি শরিফ।

হাদিস : আনিল আগারিবনা য়াসারিন মুজানিয়্যি (রাঃ), কালা কালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ইয়া আয়্যুহান্নাসু তুবূ আলাল্লাহি ওয়াসতাগফিরুহু ফাইন্নী আতূবু ফিল য়াওমি মিআতা মাররাতিন। রাওয়াহু মুসলিম।

অর্থ : হজরত আগারিবনি য়াসার মুজানি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো। এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি প্রতিদিন একশত বার তওবা করি। সহিহ মুসলিম শরিফ।

এরপর সূরা ফাতেহা তিনবার পড়তে দিই। সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কোরআন বলা হয় এবং নিসফুল কোরআনও বলা হয়। একবার সহিহ-শুদ্ধভাবে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা পড়লে অর্ধেক কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। দুই বার পড়লে একটি কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। সেখানে পড়তে দিই তিনবার। যেহেতু দুইবার পড়ার মধ্যে যদিও ভুল হয়ে যায় অথবা সহিহ-শুদ্ধ না হয়, সেই জন্য সংশোধনের নিয়তে আরেকবার বেশি দিয়েছি মোট তিনবার।

সূরা ফাতেহার ফজিলত : আন আবী সায়ীদিন রাফী ইবনিল মুয়াল্লা কালা কালা লি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, আলা উ'আল্লিমুকা আ'যামু সূরাতিন ফিল কোরআনি কাবলা আন তাখরুজা মিনাল মাসজিদি ফাআখাযা বিয়াদী ফালাম্মা আরাদনা আন তাখরুজা কুলতু য়া রাসুলাল্লাহি, ইন্নাকা কুলতা লিউ'আল্লিমান্নাকা আ'যামা সূরাতিন ফিল কোরআনি। কালা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হিয়াস সাব'উল মাছানি ওয়াল কোরআনিল আযীমুল্লাযী উতীতুহূ।' (রাওয়াহুল বোখারি)

অর্থ : হজরত আবু সায়ীদ রাফী ইবনুল মুয়াল্লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সঃ) আমাকে বলেছেন– 'আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ সূরাটি শিক্ষা দিব না? অতঃপর নবীজি (সঃ) আমার হাত ধরলেন এবং যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম, আমি নবিজী (সঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে বলেছিলেন, তোমাকে কি কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাটি শিক্ষা দিব না? নবীজি (সঃ) জবাবে এরশাদ করলেন– তা হচ্ছে, সূরা ফাতেহা অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে, যা নামাজে বারবার পড়া হয়ে থাকে। আর এটি হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোরআন। যা আমাকে দান করা হয়েছে। (সহিহ বোখারি)

এরপর সূরা ইখলাস দশবার পড়ার হুকুম দিই, সূরা ইখলাস' অর্থাৎ কুলহুয়াল্লাহ, বিসমিল্লাহ-সহ তিনবার পড়লে একটি কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। সহিহ-শুদ্ধ ও তরতিবের সাথে নয়বার পড়লে তিনটি কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। এখানে

৩-এর পাতায় দেখুন

কামেল পীরের দীক্ষা ছাড়া জ্ঞান পূর্ণতা পায় না

একটা ছোট্ট গল্প বলে তারপর প্রসঙ্গ আলোচনা! এক বদ্ধ কুয়ায় ব্যাঙ, জন্মের পর থেকে সেখানেই সে বাস করে আসছিল। হঠাৎ সে একদিন ভাবছে, এর চেয়ে বড় কুয়া বা জলাশয় আর নাই! এটাই পুরো পৃথিবী। এরপর হঠাৎ একদিন বানের পানি এসে কুয়াটি ভরে গেল। এত পানি দেখে ব্যাঙটি গাছে উঠে বসে থাকলো। ভাটায় পানি নামতে থাকলে ব্যাঙ গাছ থেকে নেমে গা ভাসিয়ে দিল এবং এক সময় সে খালের নাগাল পেল। ব্যাঙ এবার মনে-মনে বলছে, এতদিন কোথায় ছিলাম? এটা আরো বড় পৃথিবী! সেখানেও তার বেশ কিছু দিন কেটে যাবার পর ভাসতে ভাসতে একদিন নদীতে এসে পড়ে। এবারও তার নতুন করে বোধোদয় ঘটে যে, এতদিন যেখানে ছিলাম এটা তার চেয়েও বড় পৃথিবী। তাই মহা আনন্দে এখানেও তার কিছু দিন কাটলো। এরপর নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে একদিন সেই ব্যাঙ সাগরে এসে পড়ে। এবার মনে-মনে বলছে, হায়রে! এতদিন যা ভেবেছি তা সবই ছিল ভুল। ব্যাঙ এবার অবারিত অথৈ জলরাশি পেয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে থাকলো। তার মানে অজ্ঞতাই চিন্তার বিশালত্বকে স্পর্শ করতে দেয় না। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। এ গল্পের মতো চিন্তা-ধারা কিছু মানুষের মধ্যেও কম বেশি দেখা যায়। এ বিষয়ে নিচের প্যারায় সংক্ষেপ কিছু বলছি।

পরম শ্রদ্ধেয় জাকের ভাই বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-মহব্বত করেন। তাঁর সঙ্গেই অনেক দিন আগে মহান আল্লাহ মেহেরবানিতে কেবলাজানের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। সেদিন দরবার শরীফে এসে কেবলাজানের নূরাণী চেহারা মোবারক দেখে চমকে উঠেছিলাম। সেই সময় তাঁর হুজরা শরীফে অল্প আলো জ্বলছিলো, কিন্তু সে আলোকে ম্লান করে যেন কেবলাজানের চেহারা মোবারকের নূরেই হুজরার ভিতর বেশি আলোকিত, যেন ঝলমল করছিল পুরোটা কামরা। আজও চোখের সামনে ভাসে সেই দৃশ্য। এরপর তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে তওবা-এ নসুহা পাঠের মাধ্যমে তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন এক জীবন ও জগতের খোঁজ পেলাম। যা আমার কাছে ছিল এ নিবন্ধ শুরুর গল্পের মতো। কেবলাজানের পবিত্র মুখে শুনেছি- 'রাসুল (সঃ) বলেন, শরিয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাকিকত আমার অবস্থান এবং এলমে মারেফত আমার নিগূঢ় ভেদ-রহস্য।' আরো জেনেছি, শরিয়তের আমলের দ্বারা তরিকতের-পথ সহজ হয়

৩-এর পাতায় দেখুন

বিশেষ দাওয়াত

বিশ্বজাকের ইজতেমা ও দোয়ার মাহফিল

ইজতেমা আরবি শব্দ। উর্দু ও ফারসিতে বলা হয় জলসা। ইংরেজিতে বলা হয় Great Confarance এবং বাংলাতে বলা হয় সমবেত বা একত্রিত হওয়াকে বোঝায়। জাকের ইজতেমা বলতে জিকিরকারীদের সমবেত বা একত্রিত হওয়া এবং এই জাকের ইজতেমায় বে-জাকেরকারীরা আসিয়া জিকিরকারী বা আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন কানিহাড়ি ইউনিয়নের আহম্মদবাড়ি (সেনবাড়ি), কুতুববাগ খানকা শরীফে আগামী ৮ এপ্রিল ২০১৬ রোজ শুক্রবার জুমার নামাজের বিশাল জামায়াতের মধ্যদিয়ে শুরু হয়ে, রাতব্যাপী কোরআন-হাদিসের আলোচনা ও রাত ৩টায় খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হজরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য মোরাকাবা ও রহমতের ফয়েজের মধ্যদিয়ে আখেরী মোনাজাত করবেন। বাদ ফজর সকলকে বিদায় দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজাকের ইজতেমায় আগত সকল আশেকান জাকেরান ও মুসুল্লি ভাই-ভগ্নিদের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

ত্বহা তাসিন অটোমোবাইলস্

আমদানীকারক, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ

১০০% অরিজিনাল

রিকন্ডিশন গাড়ীর অরিজিনাল হাফ কাট, নোস কাট, বডি পার্টস এবং যে কোন গাড়ীর ইঞ্জিনসহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং অগ্রীম অর্ডার নেয়া হয়

জাপান থেকে আমদানীকৃত

শোরুম-১
২০/১, সাতমসজিদ হাউজিং
বেড়ী বাঁধ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭০ ১২৩৪
০১৭১২ ২৩ ৯৫৩৭

শোরুম-২
ক-১/আই-১
রসুলবাগ, মহাখালী
ঢাকা-১২১২
০১৯৫১ ৭৫ ১২৩৪
০১৯৫১ ৭৬ ১২৩৪

শোরুম-৩
৩৭/২ শ্যামলীবাগ
শ্যামলী, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭৩ ১২৩৪
০১৭১১ ৯২ ৭৮৫৬

e-mail : gmckhan@gmail.com, Fax : +8802-9104328, web :www.ttautosbd.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.